কার্তিক পূজা ও ইতু পূজা

অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

বৈদিক যুগে চতুর্বেদে কোনও দেব-দেবীর সন্ধান মেলে না। পরবর্তী কালে পৌরাণিক যুগে আঠারোটি পুরাণে ও উপপুরাণে অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে কার্তিক দেবতার জন্ম, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, মাহাত্ম্য, পূজা-পদ্ধতি ও প্রার্থনার মন্ত্র ইত্যাদি জানা যায়, যদিও ভারতীয় 'পঞ্চ উপাসনায় যে আরাধ্য পাঁচ দেব-দেবী বিষ্ণু, সূর্য, শিব, শক্তি ও গণগতি - তাঁদের সাথে এক পংক্তিতে স্থান হয় নি দেবসেনাপতি কার্তিকের। স্কন্দ পুরাণ ছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত-এ কার্তিক-প্রসঙ্গ আলোচিত। মহাভারতের বনপর্বে, শল্য পর্বে, অনুশাসন পর্বে ও শান্তি পর্বে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত মেলে।

তাঁর জন্মকথায় বিচিত্র সব কাহিনী বিরচিত। মতভেদে বিভিন্ন। দেবচরিত্রে নানা মলিনতা- কি পুরাণে, কি লোক-বৃত্তান্তে। তাঁর জনক-জননী কে তা' নিয়ে সংশয়—

কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্বেষাং ব্রহ্ম যোনিং তদগ্রজম্।
কেচিন্মন্থেরসুতং কেচিদ্ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাং চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যত।।

সে যাই হোক নানা রূপে রচিত সেই সব কাহিনীর জন্য অমিতশক্তিধর জাতক কার্তিককে দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায় বিচার সম্মত হতে পারে না। জন্মের পরে তাঁর আচরণের বৃত্তান্তে তাঁকে দায়ী করা যায়। অন্ততঃ একটি জন্ম কাহিনী অবলম্বন করে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হতে পারে ঃ

পুরাকালে দেবতাদের শত্র তারকাসুর একবার দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করার সংকল্প নিয়ে হাজার বছর তপস্যা করেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলে ব্রহ্মার কাছে দুটি বর প্রার্থনা করেন। প্রথম বরে সে হবে দেব-দানব সকলের মধ্যে ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ বলবান বীর। আর দ্বিতীয় বরে মহাদেবের বীর্যে জাত পুত্র ছাড়া ত্রিজগতের আর কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। সে সময়ে সতীর দেহত্যাগে বিবাগী মহাদেব দুর্গম হিমালয় শিখরে কঠোর তপস্যামগ্ন। তাই মহাদেব আর পুত্রের জন্ম দিতে পারবেন না। অতএব নিঃশত্রু ও নিশ্চিন্ত হয়ে তারকাসুর সৃষ্টি, স্থিতি লণ্ডভন্ড করতে উদ্যত। দেবাধিপতি ইন্দ্র পরাজিত হয়ে তখন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মেরুপর্বতে। তখন ব্রহ্মার উপদেশে তপোভঙ্গ করার জন্য কামদেব মদনকে পাঠানো হলো মহাদেবের তপঃস্থলে -যেখানে উদ্ভিন্নযৌবনা পার্বতী তাঁর আরাধ্যের পরিচর্যার কাজে সমুপস্থিত। মহাদেবের মুখোমুখি বসে পার্বতীর কাজ করার মুহূর্তে মদনদেব ধনুতে 'সম্মোহন' নামে ফুলশর যোজনায় ক্ষ তপস্যার তেজে দগ্ধ তপোবনে এলো অকাল বসন্ত। মহাদেবের ঘটলো চিত্তবিভ্রম। ধ্যানচ্যুত মহাদেবের রোষের পরিণামে মদন হলো ভস্ম। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' -এর ভাষায়, 'তাবৎস অগ্নি ভবত্রেজন্মা। ভস্মাবশেষং মদনং চকার।' সমস্ত ঘটনাটি বুঝে পার্বতী সংকল্প করেন । মহাদেবের বীর্য বা স্কন্দ গিয়ে পড়লো পারাবতরূপী অগ্নির শরীরে। অসহ্য বোধে অগ্নি গঙ্গার জলে দিলেন ডুব। গঙ্গাও অস্বস্তিতে প'ড়ে সে স্কন্দ ফেলে এলেন শরবনে। ছয়জন কৃত্তিকার প্রযত্নে পরিত্যক্ত বীর্যজাত ষড়ানন (দাক্ষিণাত্যে 'যন্মুকম') কার্তিকেয় (কৃত্তিকার পুত্র) 'শরজন্ম' (শরবনে জাত) নামেও পরিচিত হলেন। মহাদেব প

ার্বতী তাঁদের সন্তানরূপে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন।

কার্তিকের পূজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে হয়। কিন্তু অন্য দেব-দেবীর পূজা দিন-এর পরিবর্তে তিথি অনুসারে হয়ে থাকে। তাই তাঁদের পূজার দিন তারিখ বদল করে। এ বিষয়ে ইংরাজি প্রবচন অনুসারে কার্তিক ঠাকুর একেবার পাক্কা ভদ্রলোক ..... । তাঁর পূজার দিনটির কোন নড়চড় নেই। ঠিক নির্দিষ্ট তারিখটিতে প্রত্যেক বাঙলা সনের ৩০ কার্তিক র্তার পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাঁজির পাতা হাতড়াতে হয় না। নির্দিষ্ট পাতাটি খুললেই দেখা যাবে মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, শ্রীশ্রী কার্তিকের ব্রত ও পূজা। তার পরে লেখা ঃ শ্রীশ্রীমিত্র (ইতু) প্রতিষ্ঠা ও পূজারম্ভ। কৌতুহলীর মনে প্রশ্ন ওঠে ঃ কার্তিকের পূজায় উপকরণ কিকি? মোটমুটিভাবে সেগুলি হলো ঃ ১) ময়ূরাসনে কার্তিক প্রতিমা; ২) পঞ্চদেবতা; ৩) নারায়ণ শিলা; ৪) কমপক্ষে চারটি নৈবেদ্য; ৫) হোম-এর জন্য বেদী। তার জন্য বালি ও সমিধের কাঠ এবং ঘি। এছাড়া লাগে ১টি পৈতা, ১টি পান, ১টি সুপারি, সন্দেশ পূর্ণ পাত্র, কয়েকটি ঘট (ঘটের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আচে)। ফল-ফুল-চন্দন আছেই। বিশেষ উপকরণ বিসেবে চাই ২৮টি বেলপাতা ২৮টি শ্বেত করবী (ভিন্ন মতে যে কোন রঙের করবী) ফুল। এর সাথে লাগে সিদ্ধি, সিঁদুর, ডাব, তীরকাঠি তৎসহ নানাবিধ খেলনা।

কার্তিকের পূজা এক রাত্রে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার পরে পুরোহিতের মাধ্যমে বেদীতে পঞ্চশস্য বা ধান ছড়িয়ে প্রতিমা বা ঘট স্থাপন ও পূজা করা হয়। আরতি অঞ্জলি করণীয়। পরদিন দিবাভাগে নিরঞ্জনের আয়োজনে পূজা নিষ্পন্ন করা হয়। প্রযাদ ও দধিকর্মা বিতরিত হয়। পূজার
মন্ত্র ঃ ও কাং কার্তিকেয়ায় নমঃ।
ওঁ কার্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রম্ শুভপ্রদম্,
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্।।
মন্ত্রটির বাংলা হলো ঃ দৈত্যদর্পহারী শুভফলদায়ী গৌরীপুত্র ষড়ানন কার্তিকেয় দেবকে নমস্কার করি। কার্তিকের ধ্যানমন্ত্রে আছে—
কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্।
ষন্মুখং তুঙ্গনেত্রঞ্চ সর্বসৈন্য পুরস্কৃতম্।।
এর অর্থ ঃ সৌভাগ্যবান কার্তিকেয় ময়ূরের উপরে সমাসীন। তাঁর গায়ের রঙ তপ্তসোনার মতো দীপ্তিময়, দুই বাহু শক্তিশালী। তাঁর ছয়টি মুখ, চোখদুটি উন্নত। সমস্ত সেনাদলের সামনে সেনাপতি তিনি, তিনি বরদাতা।

।। ২ ।।
এখন ইতুপূজার কথা। বাংলা সনের পাঁজি (পঞ্জিকা) অনুসারে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন শ্রীশ্রী কার্তিকেয়র অনুষঙ্গে শ্রীশ্রী মিত্র (ইতু) প্রতিষ্ঠা ও পূজারম্ভহয়। প্রচীন কালে কার্তিকেয়ের পূজার সঙ্গে সূর্য পূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো মনে হয়। মহাভারত, পুরাণ এবং শিল্পশাস্ত্রে কার্তিকের সঙ্গে ও তাঁর হাতে মুরগি রাখার নির্দেশ আছে। মুরগিযুক্ত কার্তিকের বহু প্রাচীন মূর্তি আছে। দক্ষিণ ভারতে কার্তিক 'মুগণ' নামেও সুপরিচিত। মুরগি সূর্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (নিম্ন ১২-১৩
)। বামন পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণে দেখা যায় যে, অণ কার্তিককে মুরগি উপহার দিচ্ছেন। ভবিষ্য পুরাণে বলা হয়েছে স্কন্দ বা কার্তিক সূর্যের অনুচর। সূর্যের বামে তাঁর অধিষ্ঠান। সূর্যের পার্শ্বদেবতা রাজ্ঞ ও কার্তিকেয় অভিন্নরূপে চিহ্নিত। মৎস্যপুরাণে নবগ্রহ পূজার সঙ্গে কার্তিক সম্পর্কিত। মোট কথা, সূর্য পূজার সাথে কার্তিক পূজার যোগ ঘনিষ্ট। বাংলায় যে ইতু পুজা আজও প্রচলিত, তার ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণে দেখা যায় সূর্য বা মিত্র থেকে মিতু, পরে মিতু থেকে ইতু শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। অতএব ইতুপূজার সাথেও সূর্যপূজার যোগ রয়েছে।

বাংলা সনের কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন বা 'তিরিশে কার্তিকে' কার্তিক প্রতিমা পূজাবেদীতে প্রথমে পঞ্চশস্য কিংবা

কেবলমাত্র ধান ছাড়িয়ে তার ওপর প্রতিমা স্থাপন করা হয়। কয়েকটি ঘট (ঘটের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে) ও তা আধার রূপে সরা প্রতিমা পূজার বেদীমূলে রাখা হয়। ইতু পূজাতেও এই সরা ও ঘট পূজাস্থলে একই ভাবে রাখা হয়। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কর্তিক ব্রতে যেমন রয়েছে শস্য ও সন্তান কামনা, পশ্চিমবঙ্গেও তেমনই সন্তান কামনার সঙ্গে ফসল-প্রসঙ্গ মিশে আছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরে এবং হুগলির সাহাগঞ্জে, বাঁশবেড়িয়া ও চুঁচুড়ায় এবং অন্যত্র ভাগীরথীর দুই তীরে কার্তিক পূজা কালে গঙ্গামাটি দিয়ে ভর্তি সরায় ধান, কচু, ছোলা, মটর, সুষুনি শাক-সহ কয়েকটি ইতুঘট দেওয়া হয় এবং যেখানে কার্তিক প্রতিমা পূজা হয় সেখানে প্রতিমার সঙ্গে ঘট ও বিসর্জন দেওয়া হয়। বর্ধমানের কাটোয়ার কাছাকাছি চাঁড়ুলি, গোন্ন সেরান্দি, পূর্বস্থলী, ক্ষীরগাঁ, কাষ্ঠশালী, ইঁটে গ্রাম-এ নতূন ধান দিয়ে নবান্নকে উপলক্ষ্য করে ৮ অগ্রহায়ণের পরে কোন বিশেষ দিনে 'নবানে কার্তিক' পূজিত হয়ে থাকেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'উত্তর ও পূর্ব বাংলায় কার্তিক মাসের শেষ তারিখে যে শস্য রক্ষক দেবতার পূজা হয়, তিনি কার্তিক ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। কালক্রমে হিন্দু পুরাণের প্রভাব বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্তিক ঠাকুর পৌরাণিক শিবের পুত্রকার্তিকেয়র সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার শস্য রক্ষা করিবার গুণটুকু তাহা হইতে বিসর্জিত হয় নাই।" ইতু পূজার মূলেও সেই একই বীজ বপন, শস্য ফসল এবং সুরক্ষার কামনা। সেই কামনায় কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন এবং তার পরে অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিরবিবারে সকালে শস্য ও সম্পদের কামনায় সূর্য পূজার আয়োজন। এই ইতু পূজাই শ্রীশ্রী মিত্র বা সূর্য পূজা, কেন না ইতু পূজার অন্যান্য মন্ত্রের সঙ্গে 'মিত্রায় নমঃ' মন্ত্রটিও রয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে, যেখানে ইতু পূজা প্রচলিত আছে সেখানে, পুরোহিত কিংবা গৃহী নিজেই প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্র ঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।' (শুক্ল যজুর্বেদ, ৩৬.৩) ১০৮ বার অবধি উচ্চারণ করেন। এর রবীন্দ্ররচিত বাঙলা ভাষ্য ঃ

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁহতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা
তাঁরি পূজানীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

সূর্য বন্দনা সবই।
পরে যে মন্ত্র পাঠ সেটিও ঃ

ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধবান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

পূজাশেষে প্রণামকালে এই সূর্যবন্দনা মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারিত হয় ঃ

নমো নমো বিশ্বতে ব্রম্ভণো ভাস্বতে
বিষ্ণু তেজসে জগৎ পবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে
কর্মদায়িনে ইদম্ নমঃ শ্রীসূর্যার নমঃ।
নমো শ্রীশ্রী ইতুদেবায় নমঃ।।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ রবিবার গঙ্গা মাটিতে রোপণ করা শস্যাধার ঐ সরাটি গঙ্গাজল-ভরা দুটি ঘট ও সরাসহ ভাগীরথী নদীতে বা কোন জলাশয়ে শাঁখ বাজিয়ে বিসর্জিত করা হয়। ইতুপূজার দিনগুলিতে ব্রতপালনে মেয়েরা উপবাস করেন। পূজাশেষে নিরামিষ আহার করেন। ইতু পূজাকালে নবান্নের আয়োজনও করা হয়। এ পূজার দিনশেষে ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয় বলে ভক্তরা মনে করেন।

বিদগ্ধজনে কার্তিক পূজা ও ইতুপূজার যে সরা ও ঘটে কৃত্রিম শস্যক্ষেত্র তৈরী করার রীতি বাংলায় চলিত আছে তার সাথে বিদেশে 'অ্যাডোনিস গার্ডেন'-এর মিল খুঁজে পান। বারান্তরে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাবে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com